মেহেরপুরে এনজিও কর্মীর দ্রুতগতি মোটরসাইকেলের ধাক্কায় আহত ৩ জন

মেহেরপুরে এনজিও কর্মীর বেপরোয়া গতির মোটরসাইকেল চালনায় প্রাণ হারাতে বসেছে তিনজন। এরমধ্যে একজন স্থানীয় সরবত বিক্রেতা সজল হোসেন(৪০)।

আহত সজল হোসেন মেহেরপুর সদর উপজেলার বর্শিবাড়িয়া গ্রামের রমজান আলীর ছেলে।

এঘটনায় অপর আহতরা হলেন গ্রামীণ উন্নয়ন কর্ম (গাক) এনজিও কর্মী রাশেদুল ইসলাম (৩২) ও সম্রাট (৩০)।

আহতদের মধ্যে সরবত বিক্রেতা সজল হোসেন ও এনজিও কর্মী রাশেদুল ইসলামকে ঢাকা পঙ্গু হাসপাতাল ও সম্রাটকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

এর আগে রবিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে ওই তিনজনকেই স্থানীয়রা উদ্ধার করে মেহেরপু ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে।

মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক বেলাল হোসেন সুমন বিকালের দিকে তাদের রেফার্ড করেন।

আজ রবিবার (১৮ সেপ্টেম্বর)সকাল ১০ টার দিকে মেহেরপুর–চুয়াডাঙ্গা সড়ক আমঝুপিতে এই সড়ক দূর্ঘটনাটি ঘটে।

মোটরসাইকেল আরোহী এনজিও কর্মী সম্রাট আলী কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার মোঃ বাদলের ছেলে এবং মোঃ রাশেদুল ইসলাম যশোর জেলার কেশবপুরের মোঃ আব্দুল হক মোল্লার ছেলে। দুই জনই এনজিও সংস্থা গ্রামীণ উন্নয়ন কর্ম (গাক) এর আমঝুপি শাখার মাঠ কর্মী।

স্থানীয়রা জানান, সরবত বিক্রেতা সজল মেহেরপুর থেকে পাখিভ্যানযোগে বরফ নিয়ে বারাদি বাজারে ফিরছিলেন। মোটরসাইকেল আরোহী দুইজন বারাদী থেকে দ্রুতগতিতে আমঝুপি ফিরছিলেন। ফাঁকা রাস্তায পেয়ে এনজিও কর্মী দ্রুত গতিতে মোটরসাইকেল চালাচ্ছিলেন।

গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সরাসরি পাখি ভ্যানের সাথে ধাক্কা মারলে তারা আহত হন।

আহত অবস্থায় স্থানীয় লোকজন ফায়ার সার্ভিসকে খবর দিলে ফায়ার সার্ভিসের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাদেরকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসে।

গাংনীর নওপাড়া বাজারে অসুস্থ্য গরুর মাংস বিক্রির অপরাধে জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনী নওপাড়া বাজারে অসুস্থ্য গরুর মাংস বিক্রির অপরাধে আব্দুল হামিদ নামের এক মাংস বিক্রেতার পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

একই সাথে সমস্ত মাংস জব্দ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মাংস বিক্রেতা আব্দুল হামিদ নওপাড়া গ্রামের মুত আব্দুস সামাদের ছেলে। গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানমের ভ্রাম্যমাণ আদালত এ জরিমানা আদায় করেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাকারি নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট মৌসুমী খানম জানান, নওপাড়া বাজারের মাংস বিক্রেতা আব্দুল হামিদ মেহেরপুর সদর উপজেলার ভবানীপাড়া গ্রামের এক নারীর কাছ থেকে একটি অসুস্থ্য গরু ক্রয় করেন এবং জবাই করে মাংস বিক্রি করছিলেন। এমন অভিযোগে আব্দুল হামিদকে গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম আটক করে আমার কার্যালয়ে নিয়ে আসলে অভিযোগ স্বীকার করেন আব্দুল হামিদ।

অভিযোগ প্রামাণীত হওয়ায় পশু জবেহ ও মাংস বিক্রি নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১১ অনুযায়ী তাকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা ও মাংস জব্দ করে তা বিনষ্ট করার আদেশ দেয়া হয়েছে।

এসময় গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য পরিদর্শক মোঃ মশিউর রহমান উপস্থিত ছিলেন। অসুস্থ্য গরুর মাংস মাটিতে পুতে দেয়া হয়েছে।

গাংনীর নওপাড়ার জোড়া হত্যা মামলায় ৩ জনের যাবজ্জীবন

গাংনীর নওপাড়া গ্রামের বাহাজেল ও তৌহিদুল হত্যা মামলায় ৩ জনকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়েছে আদালত।

আজ রবিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক রিপতি কুমার বিশ্বাস রায় দেন।

একই সাথে প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা করে জরিমানা অনাদায়ে আরো ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড দেওয়া হয়েছে।

দন্ডিতরা হলেন, গাংনী উপজেলার নওপাড়া গ্রামের খেদের আলীর ছেলে বাদল হোসেন, ছহির উদ্দীন চৌকিদারের ছেলে আলামিন হোসেন ও হাসেম আলী।

তবে আদালতে শুধুমাত্র বাদল হোসেন উপস্থিত ছিলেন।এই মামলায় দোষী প্রমানিত না হওয়ায় ১০ জনকে বেখসুর খালাস প্রদান করা হয়েছে।

মামলার বিবরনে জানা যায়, ২০০৫ সালের ৫ জানুয়ারী রাত আনুমানিত সাড়ে ৮ টার দিকে আগ্নেয়াস্ত্র ও দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত একদল সন্ত্রাসী নওপাড়া গ্রামের বাহাজেল আলীর বাড়িতে হানা দেয়। এসময় বাহাজেল আলী ও তার আত্মীয় সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের আব্দুল ওহাবের ছেলে তৌহিদুল ইসলাম ওরফে তৌহিদ গল্প করছিলেন। সন্ত্রাসীদের দেখে তৌহিদ দৌড়ে পালিয়ে ঘরের মধ্যে পালিয়ে যায়। সন্ত্রাসীরা তৌহিদকে ধরে আনার জন্য ঘরের দিকে যেতে চাইলে তাদের বাধা দেন বাহাজেল।

এতে ক্ষিপ্ত হয়ে বাহাজেল আলীকে রামদা দিয়ে কানের উপর কোপ দিলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সে। পরে সন্ত্রাসীরা তৌহিদকে ঘর থেকে টেনে হিচড়ে ভারতীয় নিয়ে যায় ভারতীয় ধলা সীমান্তে। সেখানে তাকেয় গুলি ও জবাই করে হত্যা করে ভারতীয় তার কাটার সাথে ঝুলিয়ে রাখে।

পরের দিন সকালে ভারতীয় তারকাটা থেকে ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে গাংনী থানা পুলিশ। এছাড়া বাহাজেলকে উদ্ধার করে প্রথমে গাংনী ও

পরে সেখান থেকে কুষ্টিয়া মেডিকেল ও পরে ঢাকা মেডিকেলে পাঠানো হয়। ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

এঘটনায় তৌহিদুলের ভাই আমিনুল ইসলাম বাদী হয়ে ১৫ জনকে আসামি করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। যার গাংনী থানার মামলা নং ৩. তারিখ ০৭/০১/২০০৫ ইং।

দীর্ঘ তদন্ত শেষে ০৮/০৫/২০০৫ ইং তারিখে গাংনী থানার তৎকালিন উপপরিদর্শক (এসআই) মেজবাহ উদ্দীন ও আনোয়ার আলম আযাদ ১৩ জনের নামে চার্জশীট প্রদান করেন। মামলায় মোট ১৮ জন স্বাক্ষী তাদের স্বাক্ষ্য প্রদান করেন।

মামলায় রাস্ট্রপক্ষের কৌশলী ছিলেন অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর (এপিপি) কাজী শহিদুল হক ও আসামি পক্ষের কৌশলী ছিলেন অ্যাডভোকেট একেএম শফিকুল আলম, খন্দকার আব্দুল মতিন ও কামরুল ইসলাম।

মেহেরপুরে ধর্ষনের ঘটনায় আসামী গ্রেফতারের দাবিতে সাংবাদিক সম্মেলন

মেহেরপুর সদর ও গাংনী উপজেলার পৃথক দুটি ধর্ষনের ঘটনায় সুষ্ঠ তদন্তসহ আসামীদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবিতে সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার (১৭ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১ টার সময় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র আমঝুপি (মউক) হল রুমে এ সাংবাদিক সম্মেলণ অনুষ্ঠিত হয়।

মানবউন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন নির্বাহী প্রধান, আশাদুজ্জামান সেলিম। উপস্থিত ছিলেন জাতীয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ফোরাম মেহেরপুর জেলা কমিটির সভাপতি সাংবাদিক রফিক উল আলম।

এসময় প্রিন্ট ও অনলাইন পোর্টালের গণমাধ্যম কর্মী ও মানব উন্নয়ন

কেন্দ্র মউকের বিভিন্ন স্তুরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য গত ৩১/০৮/২২ ইং তারিখে গাংনী উপজেলার ভবানিপুর গ্রামের মজনু শেখের মেয়ে প্রতিবন্ধী নারীকে জোরপূর্বক ধর্ষণ ও ২৪/০৮/২২ ইং তারিখে মেহেরপুর সদর উপজেলার আশরাফপুর গ্রামের ৯ শ্রেনীর এক ছাত্রী ধর্ষনের ঘটনায় আসামীদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্ত মুলক শাস্তির দাবিতে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে সংস্থাটি।

মেহেরপুরে বীর মুক্তিযোদ্ধার বাড়ি অবরুদ্ধ করে রাখার অভিযোগ প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে

প্রতিবেশীর অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে উঠেছেন বলে অভিযোগ করেছেন মেহেরপুর শহরের নারী বীর মুক্তিযোদ্ধা বেগম সালেহার পরিবার।

মুক্তিযোদ্ধা বেগম সালেহাকে বিভিন্নভাবে হুমকী ধামকী দেয়াসহ মেহেরপুর পৌরসভার রাস্তা তার বাড়ির গেট ও জানালার পাশে ইটের স্তুপ জড়ো করে রেখেছে বলে অভিযোগ করেছেন ওই পরিবারটির বিরুদ্ধে।

সূরাহা পেতে মেহেরপুর পুলিশ সুপার, পৌরসভার মেয়রসহ নানা যায়গায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

মুক্তিযোদ্ধা বেগম সালেহা জানান, আমার পরিবারে আমার ছেলেসহ মাত্র ৪ জন লোক। চাকুরির সুবাদে ছেলে স্কুলে চলে যায়। বাড়িতে থাকি শুধু আমি আর আমার বৃদ্ধ স্বামী।

আমার প্রতিবেশি শহরের ওষধ ব্যবসায়ী আনারুল ইসলাম, তার স্ত্রী জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য সামিউন বাশিরা পলি এবং তার লোকেরা আমার পরিবারের উপরে চরম অত্যাচার ও মানষিক নির্যাতন করেন।

এব্যাপারে আনারুল ইসলাম মিয়া বলেন, এই পথটি আমার নিজের কেনা জমির উপরে। আমার স্ত্রী জেলা পরিষদের সদস্য হওয়ায় তার অনুরোধে

রাস্তাটি নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া রাস্তাটি জেলা পরিষদ থেকে অচিরেই পাকাকরণ করা হবে। মুক্তিযোদ্ধা সালেহা নিজের বাড়ির সামনের সরকারি যায়গা অটো গ্যারেজ করে ভাড়ায় দিয়ে আমার নিজের জমির পথ নেওয়ার জন্য ফ্যাসাদ করছেন।

আনারুল ইসলাম মিয়ার স্ত্রী জেলা পরিষদের সদস্য সামিউন বাসিরা পলি বলেন, তার বাড়ির সামনে দিয়ে পথ থাকলেও সে আমার জমির পথ দিয়ে হাটার জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ মামলা মোকদ্দমাসহ নানা ফ্যাসাদ করে আসছেন। সে ডিসি, এসপি, ওসি, এ্যাসিল্যান্ড এমন কেও নেই যাদেরকে এখানে আনেনি।কিন্তু কোনো সুরাহা হয়নি। ওই পথে আরো যায়গা থাকতে মুক্তিযোদ্ধার ঘরের দরজা ও জানালার পাশে ইটের স্তুপ জড়ো করেছেন কেনো এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন আমি অল্পদিনেই রাস্তা ছেড়ে দেবো।

মেহেরপুর শহরে জুয়েলারী দোকানে সিধেঁল কেটে দুধর্ষ চুরি, টাকা স্বর্ণ ও রুপা লুট

মেহেরপুর শহরের কাঁশারীবাজার এলাকার আপন জুয়েলার্সে দুধর্ষ সিধেঁল চুরির ঘটনা ঘটেছে। আপন জুয়েলার্সের একটি দেয়াল কেটে ভিতরে ঢুকে এই চুরির ঘটনা ঘটিয়েছে চোরের দল।

এতে ২৫ থেকে ৩০ ভরি স্বর্ণ, ১০০ ভরি রুপা ও নগদ দুই লক্ষ টাকা নিয়ে গেছে বলে দাবী করেছেন জুয়েলার্সের মালিক মহাদেব কুমার পাত্র।

শুক্রবার দিবগত রাতের কোনো এক সময় (আজ শনিবার (১৭ সেপ্টেম্বর ভোররাত পর্যন্ত)এই চুরির ঘটনা ঘটেছে।

আপন জুয়েলার্সের স্বতাধিকারী মহাদেব কুমার পাত্র ও শংকর কুমার পাত্র বলেন শুক্রবার দিবাগত রাত ৯ টার দিকে আমি দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যায়।

আজ শনিবার সকাল ৯ টার দিকে দোকান খুলে ভিতরে ঢুকে দেখি সব কিছুই তছনছ হয়ে পড়ে রয়েছে। দুইটি সিন্দুক ভেঙ্গে ২৫/৩০ ভরি স্বর্ণ ও ১০০ রুপাসহ নগদ ২ লাখ টাকা নিয়ে গেছে।

চোরের দল দোকানো লাগানো তিনটি সিসি ক্যামেরা ভেঙ্গে ফেলেছে। তারা সিসি ক্যামেরারর ভিভিআরটি নিয়ে গেছে।প্রায় অর্ধকোটি টাকার স্বর্ণ ও রুপা নিয়ে গেছে বলে জানান তিনি।

ধারণা করা হচ্ছে, ওই মার্কেটের দ্বিতীয় তলা থেকে নিচে নেমে এসে দোকানের একটি দেয়াল কেটে ভিতরে প্রবেশ করে চোরের দল।

খবর পেয়ে শনিবার সকাল ১০ টার দিকে মেহেরপুর বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মনিরুজ্জামান দিপু, সাধারন সম্পাদক আমিনুল ইসলাম খোকন, জুয়েলারি মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শেখ মোমিন ঘটনাস্থলে আসেন।

জুয়েলারি মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শেখ মোমিন বলেন, মেহেরপুর শহরের প্রাণকেন্দ্রে এই জুয়েলারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি। সারারাত পুলিশ এই বাজারে ডিউটি করেন। অথচ, এর মধ্যেই এই দুধর্ষ চুরির ঘটনা ঘটলো। এর আগেও বাজারে চুরির ঘটনা ঘটেছে। তিনি পুলিশ প্রশাসনের কাছে দাবী জানান, বাজারটিতে পুলিশের টহল বাড়ানো এবং এই ঘটনাটির সাথে জড়িত চোরদের খুটে খুটে বের করে এনে আইনের আওতায় আনা।

এদিকে খবর পেয়ে মেহেরপুর পুলিশ সুপার (এসপি) মোঃ রাফিউল আলম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপারেশন) মো: জামিরুল ইসলাম, এএসপি সার্কেল অপু সরোয়ার, মেহেরপুর সদর থানার ওসি রফিকুল ইসলাম ও র্যাবের একটি টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এছাড়া জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)ঘটনাস্থল থেকে বিভিন্ন আলামত সংগ্রহ করেছেন।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার (এসপি) মোঃ রাফিউল আলম বলেন, চুরির ঘটনায় বিভিন্ন আলামত সংগ্রহ করা হয়েছে। বিষয়টি সর্ব্বোচ্ছ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করবে পুলিশ।

হালাল ফুডের উদ্যোক্তা মেহেরপুরের পল্লব

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের খুব সাধারণ পরিবারের ছেলে মোঃ পল্লব হোসেন।

বর্তমানে তিনি যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএসসি ইন এগ্রো প্রোসেস এন্ড ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং এ অধ্যায়নরত। করোনাকালীন সময়ে দেশ যখন স্থবির হয়ে গেছিলো,, করোনা মহামারী যখন ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিলো তখন পল্লব এর ভার্সিটি বন্ধ ছিলো, ছিলো না কোনো টিউশনি। কিছু একটা করা লাগবে এই ভেবে শুরু করে দেয় ছোট পরিসরে অনলাইন বিজনেস। যার মুল প্রেরণা ছিলো তার স্ত্রী। তিনিও যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী এবং তার কিছু শুভাকাঙ্খী।
যেহেতু ফুড নিয়ে পড়াশোনা তাই ফুড নিয়েই বিজনেস করা শুরু করে এবং নিরাপদ খাদ্য সবার মাঝে ছড়িয়ে দেবার প্রয়াসে কাজ চালিয়ে যায়।

তার প্রোডাক্ট সমুহ প্রাকৃতিক চাকের মধু, লিচু ফুলের, কালো জিরা ফুলের, সুন্দরবন এর খলিশা ফুলের মধু, প্রিমিয়াম কোয়ালিটির হানিনাট, ড্রাই ফ্রুটস, ঘি, বিভিন্ন শরবত আইটেম, বিভিন্ন বাদাম, ছাতু, খেজুর, সরিষার তেল ও সিজনাল ফল।
সব সময় সে নিজে থেকেই সংগ্রহ করার চেস্টা করে অন্যথায় নিজেদের লোক উপস্থিত থাকে।বর্তমানে সে তার নিজ খরচ চালিয়ে ধীরে ধীরে বিজনেস টা বড় করার চেষ্টা করতেছে,,,তার প্রোডাক্ট সারা বাংলাদেশ এ কুরিয়ার এর মাধ্যমে দিয়ে থাকে,সাথে অফলাইনেও সেল দিয়ে থাকে যশোর শহরে।

দেশ ছেড়ে দেশের বাইরেও তার প্রোডাক্ট চলে গেছে, এবং সুনামের সাথে বিজনেস করে যাচ্ছে।বর্তমানে তার বেশ কয়জন রিসেলার আছে যারাও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তারা পাইকারি মধু সহ বিভিন্ন প্রোডাক্ট নিয়ে সেল দিয়ে থাকে। বর্তমানে সে প্রতি মাসে ১০০ এর উপর এ ডেলিভারি দিয়ে থাকে।

ফেসবুক এ HALAL FOOD BD নামে একটা পেজ ও গ্রুপের মাধ্যমে সে বিজনেস পরিচালিত করে। এখন সে স্বাবলম্বী তার মাসিক বিক্রি পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লক্ষ টাকা।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৪ জন গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর থানা ও গাংনী পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে ৪ জন আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলার ৩ ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলার ১ আসামি এবং সদর থানা পুলিশের অভিযানে সিআর মামলার ১ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

শুক্রবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে আজ শনিবার (১৭ সেপ্টেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

আজ শনিবার (১৭ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১ টার দিকে আসামিদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

কোমরপুরের ক্ষুব্ধ জনতা গাছে বেধে রাখেলেও ছেড়ে দিলো পুলিশ

প্রকাশ্যে হেরোইনসহ বিভিন্ন মাদক সেবন, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর নাম ভাঙিয়ে চাকুরী দেওয়ার নামে প্রতারণা করে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেয়াসহ নানা অভিযোগে অভিযুক্ত আবুল কালাম আজাদ।

শুক্রবার দিবাগত রাত ৮ টার দিকে মেহেরপুরের মুজিনগর উপজেলার কোমরপুেও স্থানীয়রা তাকে ধরে এনে বাজারের একটি কাঁঠাল গাছে বেঁধে রাখেন। পরে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। কিন্তু পুলিশ

ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার পর তাকে ছেড়ে দেওয়ায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন স্থানীয়রা।

আবুল কালাম আজাদ কোমপুর গ্রামের হালদারপাড়া এলাকার জুলমত আলীর ছেলে ও কোমরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিচ্ছন্নতা কর্মী। চাকরির নাম করে এর আগে টাকা নেওয়ার ভিডিও চিত্রও মেহেরপুর প্রতিদিনের কাছে রয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, গতকাল শুক্রবার (১৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে কোমরপুর বাজারের নৈশ প্রহরি হতদরিদ্র আজিবর রহমান লাইনে দাঁড়িয়ে চাল কিনছিলেন। এসময় আবুল কালাম আজাদ নৈশ প্রহরি আজিবরকে চাল ধরে দেওয়ার নাম করে ৮শ টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। এঘটনায় বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন স্থানীয়রা। তাকে সন্ধ্যার দিকে ধরে এনে বাজারের একটি গাছের সাথে বেঁধে উত্তম মাধ্যম দেন। খবর পেয়ে কোমরপুর পুলিশ ফাঁড়ির এএসআই মাইনুল ইসলাম আবুল কালাম আজাদকে উদ্ধার করে ক্যাম্পে নেন।

কোমরপুর মাধ্যমি বিদ্যালয়ের কর্মচারি আব্দুল মাবুদ বলেন, আবুল কালাম আজাদ ধাপ্পা দিয়ে এলাকার বহু মানুষের কাছ থেকে টাকা পয়সা নিয়েছে। সে কয়েক জনের কাছ থেকে চাকুরী দেওয়ার নাম করে প্রতিমন্ত্রীর নাম ভাঙ্গিয়ে ১২ থেকে ১৩ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। তবে, সে প্রতিমন্ত্রীকে সরাসরি ফোন দিলে প্রতিমন্ত্রী তার ফোন রিসিভ করেন।

কোমরপুর ৭ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি আবুল বাশার বলেন, আবুল কালাম আজাদকে অনেকেই ভাল করতে চেয়েছিলেন। এমনকি প্রতিমন্ত্রী তাকে কোমরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিচ্ছন্নতা কর্মীর চাকুরিও নিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তার স্বভাব পাল্টাইনি। সে চাকুরী দেওয়ার নাম করে বেশ কয়েকজনের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা নিয়েছে। ইতোমধ্যে তার নামে বেশ কয়েকজন আদালতে মামলাও করেছে বলে জানা গেছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েক যুবক জানান, আবুল কালাম আজাদের কাছে এই গ্রামের এমন কোনো লোক নেই যারা টাকা পাবেনা। ৫ শ থেকে শুরু করে লক্ষ লক্ষ টাকা সে বিভিন্ন কায়দায় মানুষের কাছ থেকে নিয়েছে। তাকে কিছু বলতেও পারেনা মানুষ জন। কারন, সে প্রতিমন্ত্রীর লোক হিসেবে এক নামে পরিচিত। তারা এও বলেন, আজকে জনগণ তাকে ধরে বিচার করতে চাইলেও পুলিশ তাকে উদ্ধার করে বাঁচিয়ে দেবে দেখবেন।

আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আহম্মেদ আলী বলেন, তাকে বারবার বাঁচানো হয়েছে। এবারও একটু চেষ্টা করে দেখি। আবুল কালাম আজাদকে মাদক থেকে সরিয়ে আনা যায় কিনা। আবুল কালাম আজাদকে পুলিশের কাছ থেকে ছাড়ানোর জন্য চেষ্টা করতেও দেখা গেছে প্রধান শিক্ষক আহম্মেদ আলীকে। তিনি আরো বলেন, আবুল কালাম আজাদের ছোট শিশু ছেলের কথা ও তার সাম্প্রতিক সময়ে পরিচ্ছন্ন কর্মীর চাকুরি হওয়ার কথা বিবেচনা করে আমরা লোকজন বসে ছাড়িয়ে নেয়ার প্রক্রিয়া করার চেষ্টা করছি। সাম্প্রতিক সময়ে প্রতিমন্ত্রী তাকে কোমরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিচ্ছনত্না কর্মী পদে চাকুরি নিয়ে দিয়েছেন। এখনো তার চাকুরিটি স্থায়ী হয়নি।

এ ব্যাপারে কোমরপুর পুলিশ ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত ইনচার্জ এএসআই মাইনুল ইসলাম বলেন, আবুল কালাম আজাদের বিরুদ্ধে মাদক সেবন, চাকুরি দেওয়ার নাম করে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়াসহ বিভিন্ন অভিযোগ শুনেছি। চাকুরি দেওয়ার নাম করে কাঁঠালপোতা গ্রামের একজন ও কোমরপুর গ্রামের একজন ক্যাম্পে অভিযোগ দিয়েছিল। আমি তাদের কোর্টে মামলা করার পরামর্শ দিয়েছি। তারা কোর্টে মামলা করেছে বলেও শুনেছি। আজকে সে একজন নাইট গার্ডের চাল কেনার টাকা নিয়ে পালিয়েছিল। গ্রামবাসি তাকে ধরে এনে গাছে বেধে মারপিট করছিল। খবর পেয়ে তাকে উদ্ধার করে পুলিশ ক্যাম্পে নিয়েছি। তবে, তার বিরুদ্ধে আমার কাছে কোনো লিখিত অভিযোগ না থাকায় ছেড়ে দিতে হয়েছে। আজিবর রহমানকে তার ছিনিয়ে নেওয়া টাকা পরিশোধ করাই তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল বলেন, বিষয়টি জেনে জানাচ্ছি। তবে পরে তিনি আর জানাননি।

গাংনীতে বর্ণাঢ্য আয়োজন করে বাল্য বিয়ে !

মেহেরপুরের গাংনীতে বর্ণাঢ্য আয়োজন করে খুশি খাতুন নামের এক শিশু শিক্ষার্থীর বাল্য বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

শুক্রবার (১৬ সেক্টেম্বর) দুপুরে উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের করমদী গ্রামে নুরাল হোসেনের মেয়ে ও করমদি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্রী খুশি খাতুন (১৪) এর ধুমধাম করে বরযাত্রী নিয়ে বিয়ের আয়োজন করে তার বাবা একই উপজেলার তেরাইল গ্রামের মনিরুল ইসলামের ছেলে ইসাহক উদ্দিন(১৭) এর সাথে।

খুশির পিতার সাথে জন্ম নিবন্ধন সনদ দেখতে চাইলে তা দেখাতে পারেনি। তবে খুশির পিতা নুরাল ইসলাম জানান মেয়ে দেখতে ছোট মনে হলেও বয়স হয়েছে।

বাল্য বিয়ে সম্পন্ন করেন করমদি সাহাবুরপাড়া জামে মসজিদের ইমাম সাজাহান আলী। সাংবাদিকদের উপস্থিতি টের পেয়ে সটকে পড়েন ইমাম সাজাহান আলী।

বরের সাথে কথা হলে তিনি বলেন, দেশে কত আইন আছে এতো আইন মানছে কয়জন। বিয়ে করেছি প্রশাসন যা পরে তাই করুক। আমি এসব আইনের তোয়াক্কা করিনা।

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ সনের ৬ নং আইন এর বিশেষ ধারা মোতাবেক ছেলেদের ২১ এবং মেয়েদের ১৮ বছরের আগে বিয়ে দেয়া যাবেনা এমন নির্দেশনা থাকলেও মেহেরপুরের গাংনীতে তা বাস্তবায়ন হচ্ছে খুবই কম।

এদিকে সুশীল সমাজ বলছে, প্রশাসনিক নজরদারী না থাকায় এসব বাল্য বিয়ে দেয়ার সাহস পাচ্ছে অভিভাবকরা।

অল্প বয়সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে ছেলে এবং মেয়ের উভয় পক্ষের মধ্যে শারীরিক ও মানসিক সমস্যা দেখা দিতে পারে, বাড়তে পারে সংসারে কলহ। বাড়ছে বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমি খানমের কাছে এ ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমার কাছে কেউ অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নিতাম।